১

বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল
মৃত্যুদূত চুপে চুপে ; জীবনের দিগন্ত-আকাশে
যত ছিল সূক্ষ্ম ধূলি স্তরে স্তরে, দিল ধৌত করি
ব্যথার দ্রাবক রসে, দারুণ স্বপ্নের তলে তলে
চলেছিল পলে পলে দৃঢ়হস্তে নিঃশব্দে মার্জনা।
কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
আলোকের থরহর শিহরন চমকি চমকি
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে—
দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে। গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায় সেইমত জাগরণ
শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে— অন্তঃশীলা
জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। আলোকে আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।
অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের
স্থূল কারাপ্রাচীরবেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল
কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ-অভ্যুদয়ে।
অতীতের সঞ্চয়পুঞ্জিত দেহখানা, ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি
বিন্ধ্যগিরিব্যবধানসম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা, স্রস্ত হয়ে পড়ে
দিগন্তবিচ্যুত। বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোকতীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।

শান্তিনিকেতন
২৫।৯।৩৭

Scanned with CamScanner

নির্বাক্ বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে ।

শান্তিনিকেতন
৯।১০।৩৭

৯

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি । দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা-আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, খেয়া নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে ।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার ।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে । ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায় । নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক ।

শান্তিনিকেতন
৮।১২।৩৭

Scanned with CamScanner

অমৃতম্—অব্যক্ত প্রকৃতির উপাসনা দ্বারাই প্রকৃতিতে লয়রূপ ফল লাভ করা যাইতে পারে এবং উক্তরূপ লয়কেই এখানে অমৃত বলা হইয়াছে (শ)।

সম্ভূত্যা—শংকরের মত ছন্দের অনুরোধে 'অসম্ভূতি' শব্দের স্থলে 'সম্ভূতি' করা হইয়াছে, অব্যাকৃত প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা ॥ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ—এস্থলেও 'সম্ভূতি' শব্দের পূর্বে অ-বর্ণের লোপ হইয়াছে। অসম্ভূতি [অব্যাকৃত প্রকৃতি] ও বিনাশ [হিরণ্যগর্ভ] এই উভয়কে (শ) ; প্রকৃতি এবং বিনাশ [নশ্বর ঐশ্বর্য], এই উভয়কে (উ)।

সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি বা বিনাশ শব্দের যে অর্থ শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উপরে তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যেই দেওয়া হইয়াছে।

১৫. হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫

অন্বয় ঃ পূষন্ (হে জগৎ-পোষক, সূর্য), হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (সুবর্ণময় অথবা জ্যোতির্ময় মণ্ডলরূপ পাত্রের দ্বারা) সত্যস্য মুখম্ অপিহিতম্ (সত্যের মুখ আচ্ছাদিত আছে) ; সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে (সত্যধর্মা আমার দৃষ্টির নিমিত্ত) ত্বং তৎ অপাবৃণু (তুমি তাহা অপসারিত কর)।

সরলার্থ ঃ হে জগতের পোষক সূর্য, তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্যস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার ফলে সত্যধর্মা আমার উপলব্ধির জন্য তুমি উক্ত আবরণ অপসারিত কর।

ব্যাখ্যা ঃ এই মন্ত্রে শাংকর ব্যাখ্যার তাৎপর্য দেওয়া হইল ঃ

> মানুষবিত্ত (পশু, ভূমি, স্বর্ণ প্রভৃতি) এবং দৈববিত্ত (দেবতা-চিন্তা প্রভৃতি) —এই উভয় প্রকার বিত্ত দ্বারা শাস্ত্রের কর্ম সম্পাদন করিলে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট ফল হইবে প্রকৃতিতে লয়। কিন্তু সেই সমস্ত ফলই সংসার-সম্বন্ধীয় সুতরাং ধ্বংসশীল। ইহাদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। সর্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস বা জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিলে সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লক্ষণাত্মক উভয় প্রকারের বেদার্থই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে লোক অপর ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার সহিত মৃত্যু পর্যন্ত বিহিত কর্মসকল সম্পাদন করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য দশম মন্ত্রে অবিদ্যা (অগ্নিহোত্রাদি) দ্বারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্বক বিদ্যা (দেবতাজ্ঞান) দ্বারা অমৃতলাভের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারের অমৃত আপেক্ষিক। তবে কোন পথে প্রকৃত অমৃতত্ব লাভ করা যায় তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। অন্য উপনিষদে আছে—'এই আদিত্যই সত্যপুরুষ ; সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে সন্নিহিত পুরুষ—এই উভয়ই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম।' যে লোক এই ব্রহ্মপুরুষের উপাসনা এবং শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মৃত্যুকালে সত্যাত্মা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রার্থনা করেন।

সত্যের মুখ যেন একটি সুবর্ণপাত্র দ্বারা আবৃত আছে। 'আবৃত' অর্থ মানবীয় চৈতন্য হইতে লুক্কায়িত। কারণ আমরা মনোময় রাজ্যের জীব। আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান 'নাম' এবং 'রূপ' (concept and percept)-এর মধ্যেই আবদ্ধ। ইহারাও